ওঁ ভগবতে বাসুদেবায় নমঃ ।

রত্নাকর ।

প্রথম খণ্ড ।

শ্রীহর কুমার ভট্টাচার্য্য মোক্তার ও রেবেনিউ এজেণ্ট
কর্ত্তৃক প্রণীত ও সংগৃহীত।

বানিয়াচুঙ্গ হইতে প্রকাশিত।

"অনন্ত শাস্ত্রং বহু বেদিতব্যং
স্বল্পশ্চ কালো বহবশ্চ বিঘ্নাঃ
যৎসার ভূতং তদুপাসিতব্যং
হংসো যথা ক্ষীরমিবাম্বু মিশ্রম"

ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ।

শ্রীহট্ট।

কাজির বাজার নূতন পরিদর্শক যন্ত্রে
শ্রীগিরীশ চন্দ্র দাস প্রিণ্টার দ্বারা মুদ্রিত।

১৮৯০ ইং

উৎসর্গ পত্র।

পরম বিদ্যোৎসাহী শ্রীল শ্রীযুক্ত বাবু রমা. নাথ
ঘোষ জমিদার মহাশয়ের কর—কমলে
এই ক্ষুদ্র পুস্তক খানি সম্মান ও
কৃতজ্ঞতা সহকারে
উৎসর্গীকৃত
হইল।

ভূমিকা।

প্রবাদ বাক্য গুলি মানবীয় ভাষার সর্ব্বোৎকৃষ্ট অলঙ্কার। বিবেচনা পূর্ব্বক ব্যবহার করিলে অলঙ্কার যেমন শরীরের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করে, প্রবাদ বাক্য গুলি ও তদ্রূপ যথা যথ স্থলে প্রযুক্ত হইলে ভাষার অতি অপূর্ব্ব মনোহারিতা সম্পাদন করে। দেখিতে পাওয়া যায় জগতের প্রায় সকল ভাষাতেই অল্প বা অধিক পরিমাণে বিবিধ হিতোপদেশ পূর্ণ প্রবাদ রত্ন রাজী নিহিত আছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এ পর্য্যন্ত কেহই তত্ত্বাবতের সম্যক উদ্ধার সাধনে যত্ন পর হন নাই। যদিও ইংরাজী প্রবাদ গুলি পুস্তকাকারে সংগৃহীত হইয়াছে, কিন্তু তাহার বাঙ্গালা অনুবাদ না থাকায় তদ্দ্বারা এতদ্দেশে আশানুরূপ ফল লাভ হইতেছে না। অপর বাঙ্গালা, সংস্কৃত ও হিন্দি ভাষার প্রবাদ গুলি আজ পর্য্যন্ত কেহই পুস্তকাকারে প্রকাশ করেন নাই; এবং উক্ত রত্নালঙ্কার গুলি সংগৃহীত ও সর্ব্বদা ব্যবহৃত না হওয়ায় ক্রমেই মলিন হইয়া পড়িতেছে। এই মূল্য বান রত্ন গুলি যত্ন পূর্ব্বক সংগ্রহ ও পরিস্কার করিয়া রাখিলে ভরসা করি, সময়ে সুধী মণ্ডলী দ্বারা আরো অধিকতর শোভিত হইয়া অস্মদ্দেশীয় জন গণের আনন্দ বর্দ্ধন করিবে। সম্প্রতি আমি বহু আয়াস ও পরিশ্রম স্বীকার করিয়া প্রবাদ গুলি সংগ্রহ পূর্ব্বক পুস্তকাকারে প্রকাশ করিতে সংকল্প করিয়াছি। রত্নাকরের প্রথম খণ্ডে বাঙ্গালা, অনুবাদ সহ সংস্কৃত হিন্দি ও ইংরাজী এই চারি ভাষার সচরাচর প্রচলিত প্রবাদ গুলি সন্নিবিষ্ঠ হইল। তদতিরিক্ত কতিপয় দেবতত্ত্ব, দেব দেবীর নামের ব্যুৎপত্ত্যর্থ ও মন্তব্য সহ উপাসনা সম্বন্ধীয় কয়েকটী শাস্ত্রীয়

বচন ইহার অন্তর্নিবিষ্ঠ করা হইয়াছে। এই পুস্তক সঙ্কলনে শ্রীযুক্ত কিশোরী লাল রায়, ৺ লোক নাথ বসু, শ্রীযুক্ত কৈলাশ চন্দ্র সিংহ ও পণ্ডিত বংশ গোপাল প্রভৃতি লেখক গণের নিকট আমি ঋণী আছি।

পরিশেষে কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি যে ইহার মুদ্রাঙ্কনে কতিপয় ভদ্র লোক আমাকে বিলক্ষণ অর্থ সাহায্য করিয়াছেন। সাহায্য কারীগণের নাম ও ঠিকানা এবং দেয় সাহায্যের পরিমাণ পুস্তকের শেষ ভাগে লিখিত হইল ইতি।

২রা বৈশাখ ১২৯৭ সন
শিলচার, কাছাড়

শ্রীহরকুমার শর্ম্মণঃ

ওঁ ভগবতে বাসুদেবায় নমঃ।

রত্নাকর।

বাঙ্গালা প্রবাদ বাক্য।

(ক)

ধ্যান করিবে কোণে, বনে আর মনে।

গুরু মিলে লাখ্ লাখ, চেলা নাহি মিলে এক।

মরে নারী উড়ে ছাই, তবু তারে বিশ্বাস নাই

যতক্ষণ শ্বাস, ততক্ষণ আশ।

আটে কাটে দড়তো ঘোঁড়ার উপর চড়।

আপনার মান আপনি রাখি; কাটা কান চুলদে ঢাকি।

নীচ যদি উচ্চ ভাষে, সুবুদ্ধি উড়ায় হেসে।

পায়ে ধল্লে ভাঙ্গে না মান, তার বলে কাণ।

মায়ের চেয়ে যে ভাল বাসে তারে বলে ডা'ন॥

হা'ল যদি ধরে ঠেসে, যায় কি তরি তুফানে ভেসে?

যেমন কুকুর, তেমনি মুগুর।

যেমন গুরু তেমনি চেলা, টক ঘোল তায় ছেঁদামালা।

ধনির মাথায় ধর ছাতি, নির্ধনের মাথায় মার লাথি।

যার কাজ তারে সাজে, অন্যের গায়ে লাঠী বাজে।

যেখানে বাঘের ভয়, সেখানেই রাত্রি হয়।

ব্রাহ্মণ গেল ঘর, তো লাঙ্গল তুলে ধর।

যার সঙ্গে যার মজে মন, কিবা হাড়ী কিবা ডোম।

সতিনের হাত সাপের ছোঁ, চিনি দিলে তুলে থো।

সতিনের রা নিশির ডাক, তিন ডাকে চুপ্ মেরে থাক॥

যার বিয়ে তার মনে নাই, পাড়া পড়শীর ঘুম নাই।

মনে মনে মিল, লেগে গেল খিল।

পরের সোনা দিওনা কাণে, কেড়ে নিবে হ্যাচ্‌কা টানে।

রেতে কাটে জাত্ সাপ, রাখ্‌তে নারে ও ঝার বাপ।

স্বভাব যায়না ম'লে আর এল্লোৎ যায়না ধু'লে।

দশে মিলি করি কাজ, হারি জিতি নাহি লাজ।

খে'তে পায়না চুনো-পুঠী হাতে দেয় হীরার আংটী।

যতন করে কাজ করবে, ফলনা পাও মূল থাকবে।

(খ)

বিশ্বাসে পাইবে কৃষ্ণ তর্কে বহুদূর।

হেকমতে বাঙ্গালি হুনরে চীন।

অতি লোভে তাঁতি নষ্ট।

যা'কে রাখ সেই রাখে।

এক গুণ আদার তিন গুণ ঝাল

অনেক সন্ন্যাসীতে গাজন নষ্ট।

জোর যার মুলুক তার।

যার লাঠি তার মাটি।

সুখে থাক্‌তে ভূতে কিলোয়।

ঘুঁটে পোড়ে গোবর হাসে।

সবুরে মেওয়া ফলে।

দশ চক্রে ভগবান ভূত।
ভাগ্যবানের বোঝা ভগবানে বয়।
তিন নকলে আসল খাস্ত।
লাগে টাকা দিবে গৌর-সেন।
ভিন্ন ভাতে বাপ পড়সী।
লাই দিলে কুকুর ঘাড়ে চড়ে।
গ্রামে মানেনা, আপনি মণ্ডল।
গরু মেরে জুতা দান।
যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল।
উদোর বোঝা বুধোর ঘাড়ে।
কথায় কথা বাড়ে।
মাগ বেচে ছেলের বিয়ে।
ধান ভানতে মহীপালের গীত।
শনি খোঁজে রন্ধ্র কোথা।

(গ)

সময় বুঝে উচিত স্থানে, বীজ বুন ভাই খুসি মনে।
সময় বুঝে কাজ করলে, সুফল তাতে ফলেই ফলে।
তেঁতুল নয় মিষ্টি, নেড়ে নয় ইষ্টি।
ছিড়ল দড়া, তো ছুটল ঘোড়া।
ভাঙ্গতে বেশীক্ষণ নয়, গড়তে আঁধার দেখতে হয়।
খিড়কী সদর লাগিয়ে ঘাঁটি, তবে গিয়ে দোর কাটি।
যার চৌদ্দ পুরুষ মরেছে থীনায় পড়ে, সে যাচ্ছে ঘোড়ায় চড়ে।
জন, জামাই, ভাগ্না এই তিন নয় আপনা।
ভাববে ব'সে আপন মনে, যুক্তি করবে দুই জনে।

কাজ করবে দশে মিলে, ফল নিবে তার সকলে॥

কথায় কৃপণ, কাযেতে দাতা. হাসিতে ভাযে যার ওষ্ঠের পাতা। কথার আগে যার "দাদা" "মাতা" জগতে তার বল শত্রু কোথা।

পরের ধনে পোদ্দারী, লোকে বলে লক্ষ্মীশ্বরী।

ঘর তুল্‌তে দড়ী, বিয়ে কত্তে কড়ী।

হাসি পায় দুঃখ ধরে, এ কথা কইব কারে।

পেটে ক্ষিদে মুখে লাজ, সে কুটুমে নাহি কাজ।

হাতে দই পাতে দই, তবু বলে কই কই।

আগের নাম শ্রীহরি, মাগের কথা মাথায় করি।

সময় গুণে আত্ম পর, খোঁড়া গাধা ঘোড়ার দর।

ধর্ম্মের কল বাতাসে নড়ে, মানুষের কলে মরচে পড়ে।

মুখে বলে সুখে থাক্, মনে বলে চুকে যা'ক্।

ঘর জামায়ে ভাতার যার, কাণের সোণা নিন্দে তার।

বীজ লাগায় আশা ক'রে কোন গাছে ফল ধরে, কোন গাছটা বা যায় মরে।

ওঠ্ ছুঁড়ী তোর বিয়ে, কাঠের আলো দিয়ে।

গাছে উঠলেই পড়্‌তে হয়, কাজ করলেই ঠক্‌তে হয়।
তাই ব'লে কে করে ভয়, জয় পরাজয় জগৎময়॥

যিনি করেন পাড়ার মন্দ, তারে গোল্লায় দেন গোবিন্দ।

যিনি যেমন অক্তে তেমন।

(ঘ)

যখন যেমন তখন তেমন।

ছাল নাই কুকুরের বাঘা নাম।

ঘা শত্রু পরে পরে।

যে রক্ষক, সেই ভক্ষক।

ভাত খেয়ে ধাত পুষ্টি।

শূন্য কলসী অধিক বাজে।

নাই মামা থে'কে, কাণা মামা ভাল।

কিসে নাই কি, পান্থা ভাতে ঘি।

কথায় বজ্র আঁটুনি, কাজে ফস্কা গের।

গাছে কাঠাল গোঁপে তেল।

দুষ্ট এড়ে অপেক্ষা শূন্য গোয়াল ভাল।

অতি চালাকের গলায় দড়ি।

সস্তায় শেষে পস্তায়।

যার খাই তার গাই।

দাতায় দান করে বকিলের বুক ফাটে।

যেমনি বাপ্ তেমনি বেটা।

পেটে খেলে পীঠে সয়।

ঢিলাটি মারিলে পাট খেলটি খেতে হয়।

অতি ভক্তি চোরের লক্ষণ।

গৌর চাও তো কাঁথা লও।

পাপের ধন প্রায়শ্চিত্তে যায়।

গোল্লার দৌড় মসজিদ পর্য্যন্ত।

উচিত কথা ব'লতে গেলে লোকে বলে ঠ্যাকার।

বিনাশ কালে বিপরীত বুদ্ধি।

আগে জলের ছিটা, পরে লগির গুতা।

(৩)

পথের পিছে দেখে আগে চল।
মানুষের পা দেখিয়া বুঝে বল॥
ভাল বাসা চক্ষে বুঝবে, গলায় বুঝবে রাগ।
নাকে ঘৃণা জিহ্বায় লোভ, চরিত্রের এই দাগ॥
লাভ নাই ভূত, কাঠ পাড়া গুত।
একে মনসা তাতে ধুনোর গন্ধ। একে ধর্ম্মের ষাড় তাতে নাইলচা খন্দ॥
ছিল ঢেকী হ'ল ভুল, কাটতে কাটতে নির্ম্মূল।
যে খানে জল সেখানে মাছ, সেখানে পাখী যেখানে গাছ।
থাক্ তেল, বাপের আমলের খাড়ী গেল।
খলের পীরিতি বালির বাঁধ, ক্ষণে হাতে দড়ী ক্ষণেকে চাঁদ।
লাভে ব্যাং অপচয়ে ঠ্যাং।
ছাগলে বাঘের সঙ্গে লড়ে, আপনার ফাঁদে আপনি পড়ে।
যার ভাবনায় গেল কাল, সেই দেয় মার্গে শাল।
বাহিরে গোরা ভিতরে কাল, মাকাল ফলকে চিনলাম ভাল।
আগে তিতা দাঁতে নুন, কাণে কচু চক্ষে তেল তার বাড়ী বৈদ্য না গেল।
লিখতে লিখতেই সরে, হাগতে হাগতেই মরে।
ঘসতে ঘসতেই ক্ষয়, লড়্‌তে লড়্‌তেই জয়॥
সোম শুক্রে বুধে বাম, হেলায় লঙ্কা জিনে রাম।
চল্‌তে চল্‌তেই জোটে, বলতে বলতেই ফোটে।
ডুব দিয়ে জল সবাই খায়, লোকের কাছে উপবাসী জানায়।
ছোট মাগ পাটরাণী, বড় মাগ ধান ভানানী।

মেঘ জ'মে বৃষ্টি হয়, বৃষ্টি জলে ময়লা ধোয়।

কেবল ভেবে ভেবে দিন কাটায়ে কাজ, ভুলে যেওনা।

তোমার মাটির ভাণ্ড ধূতে যেয়ে তলা শূন্য ক'রোনা॥

ভাবনা জন্মে বুদ্ধি, বুদ্ধিতে জগৎ শুদ্ধি।

যে জন মাটী না দেখে বীজ ছড়ায়, বেশী ভাগ বীজ তার বৃথায় যায়। তেমনি সদাই কথা যে জন কয়, তার হাজার কথার ফল না হয়।

দোজবরে ভাতারের মাগ, চতুর্দ্দশীর চোদ্দ শাক।

জাত মাল্লে পাদরি ধরে, ভাত মাল্লে নীল বাঁদরে।

খোঁড়া ভাতার বুড়ো ব্যাই, কোন দিগে সুখ নাই।

মধুপান কত্তে পারি, মাচির কামড় সইতে নারি।

(চ)

বামনে দিবে চাঁদে হাত, স্বর্গে যাবে আঁস্তা কুড়ের পাত।

মরা মালঞ্চে ফুটলো ফুল, টেকো মাথায় উঠলো চুল।

কারে বা কই, কেইবা শুনে সই।

সত্য বন্ধু হ'তে চাও, মধ্যে মধ্যে ভোজন দাও;

জানিস কত রঙ্গ ঠাট, ঘাটকে আঘাট, আঘাটকে ঘাট।

কালে কালে কত দেখ্‌ব, জলে হয়ত পুড়ে মরবো।

আর করনা ভুর জাঁক, যেমন আছিস তেমনি থাক্।

কাণা পুতের নাম পদ্মলোচন।

যার ধন তার ধন নাই, নেপোয় মারে দই।

এক গাঁয়ে ঢেঁকি পড়ে, আর গায়ে মাথা ব্যথা।

মড়ার উপর খাড়ার ঘা।

যাক প্রাণ, থাক মান।

মাছি মেরে হাত কালো করা।

ঘরের খেয়ে বনের মহিষ তাড়াণ।

শূন্যে অট্টালিকা নির্ম্মাণ করা।

মশা মারতে কামান পাতা।

আশায় বাড়ায়, ভোগে কমায়।

পয়সা দিয়ে কাণা প্যাদা।

পিপীলিকার পক্ষোদয় মৃত্যুর কারণ।

যা'কে দেখতে নারি তার চলন বাঁকা।

তিলকে তাল করা।

শ্যাম রাখি, না কুল রাখি।

পাকা ধানে মই দেওয়া।

জহুরী নইলে জহর চেনে না।

যত বড় মুখ নয়, তত বড় কথা।

[ছ]

খাটে খাটায় লাভের গাঁতি, তার অর্দ্ধেক কাঁধে ছাতি॥

ঘরে ব'সে পুছে বাত, তার ঘরে হা ভাত॥

আট হাত অন্তর একহাত খাই, কলা পোতগে চাষা ভাই।

পূঁতে কলা না কে'টো পাত, তাতেই কাপড় তাতেই ভাত॥

তিন শত যাট ঝাড় কলা রুয়ে, থাকগে চাষা খাটে শুয়ে।

অদৃষ্টে নির্ভর করা মূঢ়ের কর্ম্ম। যে ব্যক্তি আপনাকে জানে সে সর্ব্বোৎকৃষ্ট জ্ঞানি। মূর্খেরা অন্যের তোষামোদ করে। দুঃখকে প্রশ্রয় দিওনা। প্রতিষ্ঠা লাভে যত্নবান হইবে। যে মূর্খ সেই যথার্থ গরীব। সতীত্বই স্ত্রীলোকের ভূষণ। এক মিথ্যা অনেক মিথ্যাকে প্রসব করে। অভ্যাস দ্বিতীয় স্বভাবের স্বরূপ। কপট বন্ধু শত্রু

অপেক্ষা ও অধম। মিষ্ট ভাসী সকলের প্রিয় হয়। মূঢ়ের জীবন অন্ধকার ময়। সত্যই পরম ধর্ম্ম। আলস্যই দরিদ্রতার মূল। জ্ঞানই ভ্রমান্ধকার নাশের একমাত্র পথ। কর্কশ হওয়া উচিত নয়। প্রতিভাই মনুষ্যকে অমর করে। কুবাক্যে আত্মীয় পর হয়। জ্ঞানই স্বর্গের প্রশস্ত পথ। যদি স্বাধীন হইতে ইচ্ছা কর, তবে কামনা খর্ব্ব কর। নম্রতা ধর্ম্মের সহচরী। বিশ্বাসই মূল ধন। অহঙ্কার চরিত্র নষ্ট করে। সামান্য সত্রুকেও উপেক্ষা করিবে না। পীড়া ও ঋণের শেষ রাখা অকর্ত্তব্য। অকৃতজ্ঞ হওয়া উচিত নহে। অমিত ব্যয়ীর অভাব পূর্ণ হয় না। ঋণের তুল্য পাপ নাই। পাপের তুল্য শত্রু নাই। বাচালতা জ্ঞানের চিহ্ন নহে। নির্ভয় শীল হও। সদা ধর্ম্ম পথে থাকিবে। নীচ সংসর্গ পরিত্যাগ করিবে। ঈশ্বরে ভক্তি জ্ঞানের আরম্ভ। ঈশ্বরে প্রীতি জ্ঞানের শেষ। কাহাকে ও ঘৃণা করিও না। অন্যকে অনেক বিষয়ে ক্ষমা করিবে, আপনাকে কোন বিষয়ে ক্ষমা করিবে না। বালকের ন্যায় সরল হইবে। ভ্রান্তি হইতে অধর্ম্ম জন্মে। জগৎজয় অপেক্ষা ইন্দ্রিয় জয় দুর্লভ। যাহা সৎ বলিয়া জানিবে তাহা করিতে ভয় পাইওনা। নির্ম্মল চরিত্রের ন্যায় সুন্দর পদার্থ জগতে নাই। লক্ষ ভ্রষ্ট হইওনা। সংসারের সকলই অনিত্য। ধর্ম্মই ধার্ম্মিকের সহায়। মিথ্যা কথা বাক জালে ঢাকা থাকে না। পর প্রত্যাশী হওয়া বড় দুঃখ। অসতের দুর্ণাম ভয় নাই। দুর্ব্বলের বৃথা রোষ। শান্ত লোক সকলের প্রিয়। কু পুত্র কুলের কণ্টক। যথার্থ মিত্র অতি দুর্লভ। অধমেরা আত্ম সুখে রত থাকে। দানের সময় কৃপণ হইও না। পরিশ্রম উন্নতির মূল। কুটিল ভাবে কথা কহিওনা। কাহাকে ও উপহাস করিওনা। যাহা করিবে ভাল করিয়া করিবে। চরের ন্যায় ভ্রমণ করিওনা।

অধিক কথা কহিওনা। পথ যেখানে পন্থাও সেখানে। সর্ব্বদা ন্যায় পথে চলিবে। অপব্যয় না করিলে অভাব হয়না।

—:০:—

সংস্কৃত প্রবাদ।

সুবিশাল মিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্ম মন্দিরম্।
চেতঃ সুনির্ম্মলং তীর্থ সত্য শাস্ত্র মনশ্বরম্।
ভাগ্যং ফলতি সর্ব্বত্র নবিদ্যা নচ পৌরুষং।
মহাজনো যেন গতঃ স পন্থা।
ভদ্রোহি ব্যবহারেতঃ।
জননী জন্ম ভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী।
দৈবং নিহত্য কুরু পৌরুষমাত্ম শক্ত্যা।
যত্নে কৃতে যদিন সিদ্ধতি কোহত্র দোষঃ।
সত্যাৎনাস্তি পরোধর্ম্মঃ।
ন নিম্ব মধুরায়তে।
সর্ব্ব মত্যন্ত গর্হিতং।
সুলভং নিষ্ফলং শেযে।
দৈবেন দেয়মিতি কাপুরুষা বদন্তি।
মৌনং সম্মতি লক্ষণম্।
সৌভাগ্য মূল মুদ্যোগঃ
উদ্যোগিনাং পুরুষ সিংহ মুপৈতি লক্ষ্মী।
চক্রবৎ পরিবর্ত্তন্তে দুঃখানিচ সুখানিচ।
যত্নেন কিমসাধ্যম্।
মধুরেন সমাপয়েৎ।

মুণি নাঞ্চ মতিভ্রম।

শুভস্য শীঘ্রং অশুভস্য কাল হরণং।

পঞ্চাশোর্দ্ধে বনংব্রজেৎ।

শীঘ্রেণ কার্য্য হানিঃ স্যাৎ।

দন্তঃ খর্ব্বতি সত্বরং

বিশ্বাস ধর্ম্ম মূলং হি প্রীর্তি পরম সাধনম্।

স্বার্থ ত্যাগস্তু বৈরাগ্যং ব্রহ্মবিদ্ভি প্রকীর্ত্তিতম্॥

সংস্কৃত প্রবাদের অনুবাদ।

এই বিশাল ব্রহ্মাণ্ডই ব্রহ্মের মন্দির।

চিত্তই পবিত্র তীর্থ, সত্যই অবিনশ্বর ধর্ম্ম।

ভাগ্যই সর্ব্বত্র ফলে, বিদ্যাতেও ফলেনা এবং পৌরুষেও ফলেনা।

মহাজন যে পথ অবলম্বন করিয়াছেন সেই পথ।

আচরণেই ভদ্র।

জননী এবং জন্মভূমি স্বর্গ হইতেও গুরুতরা।

দৈব-আশা ত্যাগ করিয়া পুরুষত্ব প্রদর্শন কর।

যত্নেও অকৃত কার্য্যতা দোষাবহ নহে।

সত্য অপেক্ষা ধর্ম্ম নাই।

নিম্ব কখন মিষ্ট হয় না।

বেশী কিছুই ভাল নহে।

শস্তায় শেষে পস্তায়।

"দৈবে দিবে" ইহা কাপুরুষের উক্তি।

মৌনাবলম্বণ সম্মতির লক্ষণ।

উদ্যোগ (যত্ন) করিলে সৌভাগ্যবান হওয়া যায়।

লক্ষ্মী উদ্যোগী পুরুষ-সিংহকেই আশ্রয় করেন।

সুখ ও দুঃখ চক্রবৎ (চাকার ন্যায়) পরিবর্ত্তিত হয়।

যত্নে কিছুই অসাধ্য নহে।

মধু দ্রব্য দ্বারা ভোজন শেষ করিবে।

মুর্গির ও মতিভ্রম হয়।

শুভ-কর্ম্ম শীঘ্রই সম্পন্ন করা উচিত। অশুভ কর্ম্মে বিলম্ব শ্রেয়।

পঞ্চাশের ঊর্দ্ধ বয়ঃক্রম হইলে বন-গমন করিবে।

ত্বরায় কার্য্য নষ্ট হয়।

গর্ব্ব শীঘ্রই খর্ব্ব হয়।

বিশ্বাসই ধর্ম্মের মূল, প্রীতিই শ্রেষ্ট সাধন, স্বার্থ ত্যাগই বৈরাগ্য ইহাই ব্রহ্ম বিদের লক্ষণ।

ভাষা কথার মধ্যে সংস্কৃত শ্লোকের একটী ভাগ মাত্র, সচরাচর প্রমাণ স্বরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। সম্পূর্ণ কবিতা অজ্ঞাত থাকায়, অনেকেই প্রবাদ বাক্য গুলি যথোপযুক্ত রূপে ব্যবহার করিতে না পারিয়া হাস্যাস্পদ হয়েন। পাঠক দিগের সুবিধার নিমিত্ত বাঙ্গালা অনুবাদ সহ কয়েকটী শ্লোক এস্থলে লিখিত হইতেছে:—

ন দেবঃ সৃষ্টি নাশকঃ।

ন মাতা শপতে পুত্রং ন দোষং লভতে মহী।
ন হিংসাং কুরুতে সাধুর্ন্নদেবঃ সৃষ্টি নাশকঃ॥

মাতা কখন পুত্রকে শাপ দেন না এবং সর্ব্বংসহা পৃথিবী কখন দোষ গ্রহণ করেন না এবং সাধু ব্যক্তি কখন হিংসা করেন না এবং দেবতা কখন সৃষ্টি নাশ করেন না।

ফলেন পরিচীয়তে।

এক ভূকন্দয়োরে কদলয়োরেক কাণ্ডয়োঃ।
শালি শ্যাম কয়োর্ভেদঃ ফলেন পরিচীয়তে॥

শালি ধান্য এবং শ্যামা তৃণ ইহাদিগের উভয়ের এক ভূমিতে উৎপত্তি ও পরস্পরের দল এবং কাণ্ড এক সমান হয় কিন্তু পরিচয় ফলের দ্বারাই পাওয়া যায়।

দোষা বাচ্যাগুরোরপি।

শত্রোরপি গুণা বাচ্যা দোষা বাচ্যা গুরোরপি।
সর্ব্বদা সর্ব্ব যত্নেন পুত্রে শিষ্যে হিতংবদেৎ॥

শত্রুর ও গুণ কহিবেক এবং গুরুর ও দোষ কহিবে অথচ সর্ব্বদা সম্যক্ প্রকার যত্ন পূর্ব্বক পুত্রকে এবং শিষ্যকে হিত বাক্য কহিবেক।

স্বকার্য্য মুদ্ধরেৎ প্রাজ্ঞঃ কার্য্যধ্বংসেচ মূর্খতা।

অপমানং পুরস্কৃত্য মানং কৃত্বাচ পৃষ্ঠকে।
স্ব কার্য্য মুদ্ধরেৎপ্রাজ্ঞঃ কার্য্যধ্বংসেচ মূর্খতা॥

অপমানকে পুরস্কার জ্ঞান করিয়া এবং মানকে পশ্চাৎ রাখিয়া বুদ্ধিমান লোক আপন কার্য্য উদ্ধার করিবে, যেহতু কর্ম্ম নাশে মূর্খতা প্রকাশ পায়।

দেশায় তস্মৈনমঃ।

ছেদ্যাং চন্দন চূতচম্পকোবনং রক্ষাচ সাকোটকে
হিংসা হংস ময়ুর কোকিল গণে কাকেচ বহ্বাদর।
মাতঙ্গে তুরঙ্গে খরেচ সমুত কর্পূর কার্পাসয়ো-
বেসা যত্র বিচারণা গুণি গণা দেশায় তস্মৈ নমঃ॥

কোন কবি অজ্ঞ লোকের সন্নিধানে গুণের অনাদর প্রযুক্ত খেদ করিয়া কহিতেছেন যে, চন্দন আম্র ও চম্পক বৃক্ষ যে দেশে ছেদন করে, অথচ সাকোট অর্থাৎ সেওড়া বৃক্ষ রক্ষা করে, এবং হংস ময়ূর কোকিল গণকে হিংসা করে, অথচ কাকের প্রতি সমাদর এবং হস্তী ঘোটক ইত্যাদির তুলনা গর্দ্দভের সঙ্গে এবং

কর্পূরেতে কার্পাসেতে সমতা জ্ঞান এরূপ বিচার যে স্থানে হে গুণিগণ ! সে দেশকে নমস্কার।

"তথাপি কাকো নচ রাজহংস

কাকস্য চঞ্চুর্যদি স্বর্ণযুক্তা মাণিক্যযুক্তৌ চরনৌচতস্য।
একৈক পক্ষে গজরাজ মুক্তা তথাপি কাকো নচ রাজহংস॥

কোন কবি কহিতেছেনঃ—কাকের ওষ্ঠ যদি স্বর্ণ যুক্ত হয় এবং পাদদ্বয় যদি মাণিক্য যুক্ত হয় অথচ প্রত্যেক পক্ষ অর্থাৎ পাখাতে যদি গজ মুক্তা থাকে তথাপি কাক কখন রাজহংস হয় না।

কাচঃ কাচো মণির্মণিঃ।

মণিলুণ্ঠতি পাদেন কাচঃ শিরসি ধার্য্যতে।
যথৈবাস্তু তথৈবাস্তু কাচঃ কাচো মণির্মণি॥

মণি যদি পদ দলিত হয়, এবং কাচ যদি মস্তকে ধারণ করা যায়, তথাপি মণির বিপরীত গুণ হয় না ও কাচের ও গুণের অন্যথা হয়না, কাচ কাচই থাকে, এবং যে মণি সে মণিই থাকে।

চিতা চিন্তাদ্বয়োর্মধ্যে চিন্তানাম গরীয়সী।

চিতা চিন্তা দ্বয়োর্মধ্যে চিন্তা নাম গরীয়সী!
চিতা দহতি নির্জীবং চিন্তা প্রাণসমং বপুঃ॥

কোন কবি কহিতেছেন যে চিতা ও চিন্তা এতদুভয়ের মধ্যে চিন্তা প্রাধান্য হয়, যেহেতু চিতা নির্জীবকে দগ্ধ করে কিন্তু চিন্তা সজীবকে দগ্ধ করিয়া থাকে।

দেহি দেহি পুনঃ পুনঃ।

অতিথি বালক শ্চৈব রাজা ভার্য্যা তথৈবচ।
অস্তি নাস্তি ন জানন্তি দেহি দেহি পুনঃ পুনঃ॥

অতিথি ও বালক, রাজা ও স্ত্রী ইহারা আছে কি না তাহা জানে না, কিন্তু পুনঃ পুনঃ দেও দেও এই কথা বলিয়া থাকে।

ন ভূতং ন ভবিষ্যতি।

অন্ন দানাৎ পরং দানং ন ভূতং ন ভবিষ্যতি।
অন্নেন ধার্য্যতে সর্ব্বং জগদতচ্চরাচরং॥

অন্ন দানাপেক্ষা দান নাই, হইবেও না; যেহেতু অন্ন দ্বারা এই চরাচর জগৎ সকলে তিষ্ঠিয়া আছে।

নচ দৈবাৎ পরং বলং।

নচ বিদ্যা সমো বন্ধু র্নচ ব্যাধি সমরিপুঃ।
নচাপত্য সমঃ স্নেহো নচ দৈবাৎ পরং বলং॥

বিদ্যার সমান বন্ধু নাই, ব্যাধির তুল্য শত্রু নাই, অপত্য স্নেহের তুল্য স্নেহ নাই এবং দৈব বল অপেক্ষা বল নাই।

অসহ্যং জ্ঞাতি দুর্ব্বাক্যং।

বরং রাম শরঃ সহ্যো নচ বৈভিষণং বচঃ।
অসহ্যং জ্ঞাতি দুর্ব্বাক্যং মেঘান্তরিত রৌদ্রবৎ॥

রাবণ কহিতেছেন যে বরং রামচন্দ্রের বাণ সহ্য হয়, কিন্তু বিভীষণের দুর্ব্বাক্য সহ্য হয় না; যেহেতু জ্ঞাতির দুর্ব্বাক্য মেঘান্তরিত প্রখর রৌদ্রের ন্যায় অসহ্য।

কীর্ত্তির্যস্য স জীবতি।

চল চ্চিত্ত চলদ্বিত্তং চলজ্জীবন যৌবনং।
চলাচল মিদং সর্ব্বং কীর্ত্তির্যস্য স জীবতি॥

ধন, মন, জীবন, যৌবন সকলই চঞ্চল কিন্তু কীর্ত্তি যাহার আছে সেই অচল অর্থাৎ কীর্ত্তিমান লোক মরিলেও তাহার নাম থাকে।

———:০:———

হিন্দি প্রবাদ ও দোঁহা।

তুলসী যব্ জগমে আয়ো, জগো হসে তোম্ রোয়্।
অ্যায়সে কর্নি কর্চলো কি, তোম্ হসো জগো রোয়্॥

হে তুলসি! তুমি যখন জগতে আসিয়াছিলে অর্থাৎ যে দিন মাতৃগর্ভ হইতে এই ভূত ভবন পৃথিবীতে ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলে, তখন সূতিকাগারে তোমাকে দেখিয়া সকলেই হর্ষে হাস্য করিয়াছিল, কিন্তু তুমি ক্রন্দন করিয়াছিলে, অতএব এইক্ষণ এইরূপ সৎকর্ম্ম সম্পাদন করিয়া দিন যাপন কর, যাহাতে মৃত্যু কালে হাসিতে হাসিতে লোকান্তর গমন করিতে পার, আর তোমার অদর্শনে জগতের লোক ক্রন্দন করে।

সব্‌কি ঘট্‌মে হরি হেঁয়, পহছান্‌তো নাহি কোই।
নাভিকে সুগন্ধ মৃগ নাহি জানত, ঢুঁড়ত ব্যাকুল হোই॥

যেমন মৃগগণ আপন আপন নাভির সুগন্ধ অনুভব করিতে না পারিয়া, ব্যাকুল হৃদয়ে বন বনান্তরে সেই গন্ধাশ্রয় বস্তুর অন্বেষণ করে, সেইরূপ সকলেরই দেহে হরি অর্থাৎ জগদীশ্বর পরমাত্মারূপে বিরাজমান আছেন। অজ্ঞান বশতঃ লোকে তাহা লক্ষ্য করিতে না পারিয়া যথা তথা নানা পথে ভ্রমন করে।

বোল্‌কে মোল্ নাহি, যো কহেনে জানে বোল্।
হৃদয় তরাজু তৌল্‌কে, তহ্ঁ বোল্‌কে খোল্॥

বাক্যের মূল্য নাই, যে বলিতে জানে তাহার বাক্য অমূল্য রত্ন স্বরূপ; অতএব অগ্রে পরস্পরের হৃদয় তরাজু অর্থাৎ পরিমাপক যন্ত্রে পরিমাণ করিয়া, পরে বাক্য প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। ইহার মর্ম্ম এই যে অন্যের মনোভাব না জানিয়া বাক্য প্রয়োগ করিলে সে কথা ফাঁকি ফাঁক বোধ হয় এবং তাহা ফল জনক হয়না।

বহুৎভালানা বোলনা চলনা, বহুৎভালানা চুপ্।
বহুৎভালনা বর্ষা বাদর্, বহুৎভালনা ধুপ।

কোন লোকের পক্ষেই অনেক বাক্য বলা ও অনেক পথ চলা ভাল নয় এবং জন সমাজে বহুক্ষণ চুপ্ করিয়া থাকাও উচিত নয়। কোন প্রাণী সম্বন্ধে বহুকালব্যাপী বর্ষা বা বহুকালব্যাপী রৌদ্র ও ভাল নয়।

ভাট্‌কে ভালা বোল্‌না চল্‌না, বহুড়ীকে ভালা চুপ্।
ভেক্‌কে ভালা বর্ষা বাদর, অজ্বকে ভালা ধুপ্॥

অনেক কথা কহা এবং অনেক পথ চলা ভাটের সম্বন্ধে উচিত হয়, কুল বধুদিগের সকল বিষয়ে চুপ্ করিয়া থাকা কর্ত্তব্য। ভেকের সম্বন্ধে বর্ষা বাদল এবং ছাগলের সম্বন্ধে রৌদ্রই সুখকর।

যো যাকো পেয়ার্ লগে, সো তাকো করত বাখান্।
জ্যায়্‌সে বিষকো বিষ্‌মখি, মানত অমৃত সমান্॥

যার যে বস্তু প্রিয় বলিয়া বোধ হয়, অতি অপকৃষ্ট হইলে ও সে সর্ব্বদা তাহার গুণ ব্যাখ্যা করে, যেমন বিষ মক্ষিকা হলাহল বিষকে ও অমৃত সদৃশ বলিয়া গ্রহণ করিয়া থাকে।

উদর্ ভরণকে কারণে, প্রাণীন করতহি লাজ।
নাচে বাচে রণ্ ভিরৈ, বাচে ন কাজ অকাজ্॥

পেট পোষণের নিমিত্ত প্রাণীগণ সর্ব্ব প্রকায় লজ্জাকে পরিত্যাগ করিয়াছে। কেহ সভা মধ্যে নৃত্য করিতেছে, কেহ ভীষণ তরঙ্গায়িত অকুল সাগরে নৌকা লইয়া বাইচ খেলিতেছে, কেহবা দুর্ব্বলহইয়া ও ভয়াণক রণস্থলে গমন করিতেছে; অতএব লোকে কেবল পেটের কারণই কার্য্যাকার্য্যের বিচার করে না।

বেহা বেহা সবকোই কহে, মেরা মনমে এহিভায়ে।
চড় খাটোলি ধো ধো লগড়া, জেহেল পরলেযাওয়ে॥

সকলেই হর্ষে বিবাহ বিবাহ বলে, কিন্তু যখন পাত্রকে চৌপালায় চাপাইয়া বাজনা বাজাইতে বাজাইতে লইয়া যায়, তখন আমার মনে এইরূপ উদয় হয়, যেন ঐ ব্যক্তিকে আজন্ম আবদ্ধ করিবার জন্য প্রথম কারাগারে লইয়া যাইতেছে।

চারিজাত মিলে হরি ভজিয়ে এক বরণ হো যায়।
(জ্যায়সা) অষ্টধাতমে পরশ লাগায়ে, এক মূলসে বিকায়॥

চতুর্ব্বর্ণ মিলিয়া হরি অর্থাৎ ঈশ্বরোপাসনা করিলে তাহারা সকলেই এক জাতি হইয়া যায়, যেমন অষ্ট ধাতুতে পরেশ মণি সংযোগ করিলে সমস্ত এক মূল্যে বিক্রয় হয়।

জমালে কহেতো কেঁওডরে, কেঁও মনমে পাচতায়।
পেড়তো বয়ো বাবুরকে, আম কাঁহা তেঁয় খায়॥

কোন সময়ে জমাল কহিয়াছিলেন, হে ভ্রাতঃ! তুমি কেনইবা ভীত হও, এবং কেনইবা আক্ষেপ কর, যেমন বৃক্ষ রোপন করিয়াছ তদুপোযুক্ত ফল প্রাপ্ত হইবে। বাবলা বৃক্ষ রোপণ করিয়া আম্র ফলের আশা করা বৃথা।

তুলসী ইয়ে সংসারমে, পাঁচ রতন হেয় সার্।
সাধু সঙ্গ, হরি কথা, দয়া, দীন উপকার্॥

হে তুলসি! এই জগতে পাঁচটী মাত্র সারভূত রত্ন আছে; প্রথম সাধু সঙ্গ, দ্বিতীয় হরি কথা শ্রবণ ও কথন, তৃতীয় দয়া বৃত্তির পরিচালন, চতুর্থ দীনতা ভাব ধারণ, পঞ্চম পরোপকার করন।

সবমে রসিয়ে সবমে বসিয়ে, সবকা লিজিয়ে নাম্।
হাঁজি হাঁজি কর্ত্তে রহিয়ে, বসিয়া আপনা ঠাম্॥

সর্ব্ব-বিষয়ক সর্ব্ব প্রকার কথাতেই রসলাভ করিবে এবং সর্ব্ব প্রকার মতাবলম্বি দিগের সহিত সুখে বাস করিবে, ও ঈশ্বর বোধে সকল দেবতারই নাম গুণ-গান করিবে আর যে কোন উপাসক যেরূপ ভাব ব্যাখ্যা করিবেন তাহাতেই হাঁ মহাশয়, হাঁ মহাশয়, বলিয়া সন্তুষ্ট হইবে; কিন্তু সর্ব্বদা আপন স্থানে থাকিবে অর্থাৎ আত্ম বিস্মৃত হইবে না।

তুলসী জগৎমে আইয়ে, সবসে মিলিয়া থায়।
না জানে কোন্ ভেকসে, নারায়ণ মিল যায়॥

তুলসী দাস জগতে আসিয়া সকলের সহিত মিলিয়া চলিতে-ছেন (অর্থাৎ সকল উপাসক ও সর্ব্ব প্রকার পন্থী ও স্থাবর জঙ্গমাদি সর্ব্বত্রই ঈশ্বর বুদ্ধিতে প্রেম করিতেছেন) যেহেতু ইহা জানেন না যে নারায়ণ কোন্ ভেকে অর্থাৎ কোনরূপে আমায় দর্শন দিবেন।

ইংরেজী প্রবাদ!

(ক)

1 Trust not a woman even when she is dead.
2 Better go to bed supperless, than rise in debt.
3 Beware of the geese when fox come.
4 Measure for measure.
5 Fine feathers make fine birds.
6 Faults are thick when love is thin.
7 Man is a master and a servant.
8 Every bird says his nest is good.
9 Eagles never catch flies.

10. Every body's business is nobody's.
11 Every couple is not a pair.
12 Ever drunk ever dry.
13 Who knows nothing doubts nothing.
14 Dogs have long tails.
15 Sick father sick son.
16 So many men so many mind.

(খ)

1 Soon ripe soon rotten.
2 Set a thief to catch a thief.
3 Rome was not built in a day.
4 Pain to get, care to keep, fear to lose.
5 Necessity is the mother of invention.
6 Keep your tongue within your teeth.
7 It is no secreet what is known to three.
8 Hasty clambers have sudden falls.
9 Never make a mountain of a mole-hill.
10 Too much cunning undoes.
11 Children are the living photographs of their parents as they were at the moment of conception.
12 Little learning is a dangerous thing.
13 Charity shall cover multitude of sins.
14 Do not build castles in the air.
15 Might is right.
16 Penny wise and pound foolish.
17 Open doors dog come in.
18 Father and mother are kind but god is kinder.
19 Use a book as a bee does a flower.

20 Half a loaf is better than no bread.
21 Wilful waste makes woeful want.
22 A bad work-man quarrels with his tools.
23 Hot love is soon cold.
24 God's mill grinds with air.
25 Do not judge between friends.

(গ)

1 Courage is greater than the sword.
2 Certain better than uncertain hope.
3 Better to do well than to say well.
4 To rob Peter to pay Paul.
5 As is the father so is the son.
6 Give him an inch and he will take an ell.
7 Before you marry count the money.
8 Better unborn than untaught.
9 Empty vessels sound the most.
10 Good name is better than wealth.
11 Joy often come after sorrow.
12 Night is not dark to the good.
Nor is day bright to the wicked.
13 Better pay the cook than the doctor.
14 Begin well and end better.
15 Out of lent, out of danger.
16 Too many cooks spoil the broth.

—:o:—
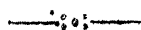
ইংরাজী প্রবাদের বাঙ্গালা অর্থ।

(ক)

১। স্ত্রীলোক মরিয়া গেলেও তাহাকে বিশ্বাস করা উচিত নহে।

২। অনাহারে থাকা ভাল, তথাপি ঋণ করা উচিত নহে।

৩। ধূর্ত্তের ব্যবহারে সর্ব্বদা সাবধান হইও।

৪। যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল।

৫। যার ব্যবহার ভাল, সে লোক ভাল।

৬। প্রণয় অপ্রকাশ্য, কাপট্য বড় জম্‌কালো।

৭। মনুষ্য কখন শিক্ষক, এবং কখন ভৃত্য।

৮। নিজের ঘোল কেহ টক্‌ বলেনা।

৯। মশা মারিতে কামান পাতিও না।

১০। একের কার্য্যে সকলের সামর্থ্য নাই।

১১। দুইটী হইলেই বন্ধুত্ব হয়না।

১২। যত উপার্জ্জন ততই অভাব।

১৩। অজ্ঞ লোকের সন্দেহ থাকে না।

১৪। এক গুণ আদার তিন গুণ ঝাল।

১৫। রুগ্ন পিতার সন্তান রুগ্ন হয়।

১৬। প্রত্যেক লোকের মন ভিন্ন ভিন্ন।

(খ)

১। শীঘ্র যাহার উন্নতি, শীঘ্রই তাহার পতন হয়।

২। যে, যে কার্য্যের উপযুক্ত তাহাকে সেই কার্য্যের ভার দিও।

৩। বৃহৎ কার্য্য সামান্য সময়ে সম্পন্ন হয় না।

৪। কষ্টে অর্জ্জন, যত্নে রক্ষা ও অপচয়ে ভয় করিও।

৫। প্রয়োজন আবিষ্কারের জননী।

৬। পরিমিত বাক্য কহিও।

৭। তিনজনের নিকট গুপ্ত রহস্য প্রকাশ করিও না।

৮। হটাৎ বৃদ্ধিতেই হটাৎ পতন হয়।

৯। তিলকে তাল করিও না।

১০। অতি চালাকের গলায় দড়ি।

১১। সন্তান উৎপাদন সময়ে পিতা মাতার যেরূপ ভাব বা অবস্থা থাকে সন্তান তাহারই প্রতিকৃতি স্বরূপ।

১২। অল্প বিদ্যা ভয়ঙ্করী।

১৩। শত সহস্র পাপকে দয়ায় ঢাকিয়া রাখে।

১৪। শূন্যে অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিও না, অর্থাৎ দুরাশা করিওনা।

১৫। যার লাঠি তার মাটি।

১৬। সম্মুখ দিয়া কড়ি কড়াও যাইতে পারে না, পাছ থেকে ছালাও যায়।

১৭। অসাবধানে পদে পদে ক্ষতি হয়।

১৮। পিতা মাতা দয়ালু কিন্তু ঈশ্বর দয়াময়।

১৯। মধু পেয়ের ন্যায় পুস্তকের সার সংগ্রহ করিও।

২০। শূন্য অপেক্ষা সামান্য ভাল।

২১। অতি দানে অমিত অভাব।

২২। নাচতে না জানলে উঠানের দোষ।

২৩। অতি প্রেমে নিশ্চয়ই বিচ্ছেদ হয়।

২৪। ধর্ম্মের কল বাতাসে চলে।

২৫। বন্ধুগণের তর্কের মীমাংসা করিও না।

(গ)

১। তরবারী অপেক্ষা সাহস বড়।

২। অনিশ্চিত আশা অপেক্ষা নিশ্চিত সামান্য আশাও উত্তম।

৩। সদ্বাক্য বলা অপেক্ষা সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান শ্রেয়স্কর।

৪। গরু মেরে জুতা দান।

৫। যেমনি বাপ তেমনি বেটা।

৬। লাই দিলে কুকুর ঘাড়ে চড়ে।

৭। বিবাহের পূর্ব্বে পরিবার প্রতিপালনের ক্ষমতা বুঝিও।

৮। অশিক্ষিত থাকা অপেক্ষা জন্ম গ্রহণ না করাই ভাল।

৯। অসারের তর্জ্জন গর্জ্জন সার।

১০। সুনাম ধন অপেক্ষা অধিক প্রার্থনীয়।

১১। দুঃখের পর সুখ নিশ্চয়।

১২। ধর্ম্ম পথ (পাপীর পক্ষে) সরল নহে; পাপের পথ বড়ই সরল।

১৩। চিকিৎসকের বেতন খাদ্যের জন্য ব্যয় করিবে।

১৪। সৎকার্য্যে যাহার সূত্রপাত, শুভতেই তাহা সমাপ্ত হয়।

১৫। অধনী চৌর-বিপদ মুক্ত।

১৬। অনেক সন্ন্যাসীতে গাজন নষ্ট।

দেবতত্ত্ব।

আমাদের দেশীয় সংস্কৃত গ্রন্থাবলীতে যে প্রকার রূপকের অতি বাহুল্য দৃষ্ট হয় এরূপ আর কোন দেশীয় গ্রন্থাবলীতে দেখা যায় না, এমন কি প্রত্যেক অক্ষরের রূপ কল্পনা হইয়াছে। যথা আকারের রূপঃ—

আকারং পরমাশ্চর্য্যং শঙ্খ জ্যোতির্ম্ময়ং প্রিয়ে।
ব্রহ্মা বিষ্ণু ময়ংবর্ণং তথা রুদ্রময়ং প্রিয়ে॥

পঞ্চ প্রাণ ময়ং বর্ণং স্বয়ং পরম কুণ্ডলী।

ইতি কামধেনু তন্ত্রোদ্ধৃত শব্দ কল্পদ্রুম শ্লোকঃ।

অর্থাৎ আকারের রূপ পরমাশ্চর্য্য, শঙ্খ জ্যোতির ন্যায়; ইহাতে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব ও পঞ্চ প্রাণ অর্থাৎ শরীরাভ্যন্তরস্থ পঞ্চ প্রকার বায়ু, প্রাণ, উদান, সমান, ব্যান ও অপান আছে। ইহা স্বয়ং কুণ্ডলী অর্থাৎ দেহান্তর্গত শক্তি বিশেষ স্বরূপা। গুহ্য দেশের কিঞ্চিৎ উর্দ্ধভাগে শাস্ত্র মতে শঙ্খাবর্ত্তের ন্যায় নাড়ী আছে ঐ নাড়ীকে ও কুণ্ডলী বলে।

প্রত্যেক রাগ ও রাগিণীর রূপ কল্পনা হইয়াছে। অস্ত্রের রূপ বর্ণনা হইয়া তাহাদিগের পুত্র কলত্র বিশিষ্ট বংশের ও বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। এস্থলে কতিপয় উপাস্য দেব, দেবীর রূপ বর্ণনার বিষয় লিখিত হইতেছেঃ—

আকাশ।

শূন্য অনন্ত, সুতরাং অসীম শূন্যের নামই অনন্ত দেব। অনন্ত নাগের উপর ব্রহ্মাণ্ড অবস্থিত ইহার অর্থ এই যে, ব্রহ্মাণ্ড শূন্যে অধিষ্ঠিত রহিয়াছে। বলরামকে অনন্তের অবতার স্বরূপ বলা হইয়াছে। যথা, বাঙ্গালায় অনুবাদিত চৈতন্য চন্দ্রোদয় নাটকে "আপনি অনন্তদেব ব্রজে বলরাম" ইহার তাৎপর্য্য এই যে, শূন্য ধবলবৎ, সুতরাং বলরামকে শ্বেতকায় বলা হইয়াছে। আকাশে নীলবর্ণ প্রকাশ, সুতরাং বলরাম নীলাম্বর বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। আকাশ সর্ব্ব, ভেদ কারী সুতরাং ভেদকারী লাঙ্গলই বলরামের অস্ত্র বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। বলরামকে ঈশ্বরের সহোদর বলার তাৎপর্য্য এই যে শূন্য পরমাত্মা বিশ্বব্যাপী পরমেশ্বরের সদৃশ।

সরস্বতী।

বায়ু সাহায্যে উদ্ভূত বাক্যের ঈশ্বরী স্বরূপ সরস্বতী তত্ত্ব এই;— বাক্যের সহিত জ্ঞান সংশ্লিষ্ট আছে, অতএব সরস্বতী কেবল শব্দের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা নহেন জ্ঞানাধিষ্ঠাত্রী দেবতাও বটেন। বেদ ভিন্ন অন্যান্য বিদ্যা ও বাক্যের অধিপতি এই অর্থে পরমেশ্বরের নাম সরস্বতী। বেদের অধিপতি অর্থে তাঁহার নাম সাবিত্রী। সরস্বতীকে শ্বেত পদ্মে অধিষ্ঠিতা, শ্বেতাম্বরা, শ্বেতবর্ণা ও শ্বেত-বীণা ধারিনী বলার তাৎপর্য্য এই যে, বিদ্যা দ্বারা মনের অজ্ঞানান্ধকার দূর হয়, সুতরাং অজ্ঞান অন্ধকার স্বরূপ এবং বিদ্যা আলোক স্বরূপ, এবং আলোক স্বরূপ প্রকাশে শ্বেতবর্ণেরই প্রয়োগ আবশ্যক। সরস্বতী পুস্তক-হস্তা, কারন পুস্তক সমূহই জ্ঞানের ভাণ্ডার স্বরূপ। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, নিরাকার সরস্বতীর রূপ কল্পনা করিতে হইলে তাঁহাকে শ্বেতবর্ণাদি বিশিষ্টা বলিয়া কল্পনা করিলেই প্রশংসনীয় রূপক হয়। মাঘ মাসে সরস্বতী পূজা বিহিত হওয়ার কারন এই যে, সেই সময়ে বসন্তের ছায়া পড়ে, এবং বসন্ত কালই সঙ্গীত বিলাসের সর্ব্বোৎকৃষ্ঠ সময়। বাস্তবিক সঙ্গীতেশ্বরীর আরাধনা বসন্তের প্রারম্ভেই হওয়া উচিত। সরস্বতী যে শাস্ত্রকার গণের মতে ঈশ্বরের নামান্তর মাত্র তাহা "বিশ্বরূপা" "বিশালাক্ষী" ইত্যাদি বাক্য আলোচনা করিলেই প্রতীত হইবে।

সূর্য্য।

সূর্য্য রক্তবর্ণ, পদ্মহস্ত ও সপ্তাশ্ব সংযুক্ত এক চক্র রথে অধিষ্ঠিত, ইহার তাৎপর্য্য এই যে সূর্য্য মণ্ডলকে একটী চক্রের আকৃতিতে দৃষ্ট হয়। উহার সাতটী কিরণ আছে এবং উদয় মাত্রেই পদ্ম পুষ্প

প্রস্ফুটিত হয়। এ স্থলে বক্তব্য এই যে, অনেকে বিবেচনা করেন আলোকে যে সাতটী বর্ণ দৃষ্ট হয়, তাহা প্রথমতঃ ছার্ আইজাক্ নিউটন কর্ত্তৃক প্রিজম্ নামক স্ফটিক দ্বারা আবিস্কৃত হইয়াছিল। ইহা যে প্রকৃত পক্ষে নিতান্ত ভ্রমাত্মক, তাহা সূর্য্যের সপ্তাশ্ব কল্পনা দ্বারাই প্রমাণিত হইবে; এবং এই সপ্তাশ্ব কল্পনা নিউটনের অনেক শত বৎসর পূর্ব্বে করা হইয়াছে। সূর্য্য মণ্ডল ব্যাপি এই অর্থে ঈশ্বরের নাম সূর্য্য।

ভগবানের কতিপয় নামার্থ।

হিন্দুরা যে নানা দেবতার পূজা করেন, তাঁহাতে প্রকৃত প্রস্তাবে সর্ব্বদেবময় পর ব্রহ্মেরই ভজনা করা হইয়া থাকে। ভগবানের নানা শক্তি উপলক্ষে নানা নাম প্রচারিত হইয়াছে মাত্র। ব্রহ্ম পুরাণে ব্রহ্ম নারদ সংবাদে মহা আর্য্যা স্তোত্রে একা ভগবতী নানা স্থানে নানা আখ্যায় বিরাজ করিতেছেন এমত বর্ণনা আছে।*

পাঠক গণের কৌতুহল নিবারণ জন্য এস্থলে কতিপয় নামের ব্যুৎপত্যার্থ লিখিত হইতেছে ঃ——

বিষ্ণু .... (বিষ্ = ব্যাপ্তি + ণু = কর্ত্তা) বিশ্ব ব্যাপক।

নারায়ণ ...... (নার্ = জীব সমূহ + অয়ন = আশ্রয়) যিনি সর্ব্বভূতের অন্তর্য্যামী।

কৃষ্ণ .... (কৃষ = উৎকৃষ্ট + ণ = নিষ্পত্তি) যাঁহা হইতে উৎকৃষ্ট নিষ্পত্তি হয়।

গোপাল ...... (গো = পৃথিবী + পাল = পালন + অ = কর্ত্তা) পৃথিবীর পালন কর্ত্তা।

---

* বাহুল্য ভয়ে এস্থলে তাহার উল্লেখ করা হইল না।

নৃসিংহ ...... (নৃ = মনুষ্য + সিংহ = মৃগেন্দ্র) বিশাল বিক্রম শালী পুরুষ।

শিব .... (শিব = মঙ্গল + অ = জনক) মঙ্গল কর্ত্তা।

ত্র্যম্বক ...... (ত্রি = ত্রিলোক + অম্বক = নয়ন) ত্রিভুবন যাঁহার নয়ন গোচর।

গণেশ ...... (গণ = বিঘ্ন কারক সমূহ + ঈশ = ঈশ্বর) বিঘ্ন কারক গণ সকলের প্রভু।

কালী .... (কাল = সংহার + ঈ = কর্ত্রী) সংহার কারিনী।

ছিন্নমস্তা ...... (ছিন্ন = খণ্ডিত + মস্ত = মস্তক + আ = কর্ত্রী) দুঃখাভাব প্রকাশ করতঃ স্বকীয় মস্তক খণ্ডন কারিনী। কর্ম্মের বীজ নাশিনী।

রাধা .... (রাধ = সিদ্ধি + আ = স্বরূপা) সর্ব্ব সিদ্ধি স্বরূপা।

দুর্গা .... (দুঃ = দুঃখ সাধ্য তপোযোগাদি + গা = জ্ঞেয়া) দুঃখ সাধ্য তপোযোগাদি দ্বারা যাঁহাকে জানা যায়।

অন্নপূর্ণা ...... (অন্ন = ভক্ষ্য-দ্রব্য + পুর্ণা = তৃপ্তিকর্ত্রী) আহার দান দ্বারা সন্তোষ কারিনী।

ব্রহ্মা .... (ব্রহ = ব্রহ্মাণ্ড + মন্ = কর্ত্তা) ব্রহ্মাণ্ড কর্ত্তা।

———:০:———

উপাসনা সম্বন্ধিয় কতিপয় শাস্ত্রীয় বচন।

অয়ন্তু পরম ধর্ম্মো যদ্যোগে নাত্ম দর্শনম্।

যোগদ্বারা আত্মার দর্শন করাই পরম ধর্ম্ম।

মৃচ্ছিলা ধাতু দার্ব্বাদি মূর্ত্তাবীশ্বর বুদ্ধয়ঃ।

ক্লিশ্যন্তি তাপসা মূঢ়া পরং শান্তিং ন যান্তিতে॥

যে সমস্ত মূঢ়, মৃত্তিকা, শিলা, ধাতু ইত্যাদি দ্বারা নির্ম্মিত

বিগ্রহ ঈশ্বর জ্ঞান করে তাহারা কেবল ক্লেশ প্রাপ্ত হয়; পরন্তু পরম সুখ লাভে সমর্থ হয় না।

সাকারমনৃতং বিদ্ধি নিরাকারন্তু নিশ্চলং।
এতৎতত্ত্বোপদেশেন ন পুনর্ভাব সম্ভব ॥

সাকার মিথ্যা, নিরাকার ব্রহ্মকে নিত্যজ্ঞান কর এই পরম তত্ত্বের উপদেশে সংসারে আসিতে হইবে না।

যো মাং সর্ব্বেষু ভূতেষু সন্তমাত্মাতমীশ্বরম্।
হিত্বার্চ্চাং ভজতে মৌঢ্যাৎ ভস্মন্যেব জুহোতি সঃ।

আমি আত্মারূপ ঈশ্বর, সর্ব্বভূতে বিদ্যমান আছি, আমাকে পরিত্যাগ করিয়া মূঢ়তা প্রযুক্ত প্রতিমাদিতে ভজনা করা ভস্মেতে আহুতি দেওয়ার ন্যায় বিফল।

চিন্ময়স্যা প্রমেয়স্য নিষ্কলস্যা শরীরিণঃ।
সাধকানাং হিতার্থায় ব্রহ্মণো রূপ কল্পনা ॥

জ্ঞান-স্বরূপ অপরিমিত নিঃসঙ্গ অশরীরী যে ব্রহ্ম, তাঁহার রূপ কল্পনা কেবল সাধক দিগের হিতার্থ।

যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাং স্তথৈব ভজাম্যহম্।
মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ! সর্ব্বশঃ ॥

যে ব্যক্তি, তপ, যজ্ঞ, দান পূজাদি যে কোনরূপ উপায়ের দ্বারা আমাকে যে ভাবে প্রপন্ন হয়, আমি সেই ভাবেই তাহাকে প্রসন্ন করি। ধনঞ্জয়! তাহারা সকলেই আমার প্রাপ্তির পথ অনুসরণ করিতেছে। সুতরাং ক্রমে ক্রমে অগ্রসর হইয়া আমাকেই পাইবে।

পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি।
তদহং ভক্ত্যু পহৃতং গৃহ্লামি প্রযতাত্মনঃ ॥

যে ব্যক্তি সংযত চিত্ত এবং সংযতেন্দ্রিয় হইয়া, অতিশয় ভক্তি সহকারে আমাকে পত্র, পুষ্প ফল ও জলাদি উপহার দ্রব্য অর্পণ

করে, তাহার সেই ভক্তি দত্ত উপহার আমি সন্তোষ সহকারে গ্রহণ করিয়া থাকি।

অর্চ্চাদা বর্চ্চয়েত্তাবদীশ্বরং মাং স্বকর্ম্মকৃৎ।
যাবন্ন বেদস্বহৃদি সর্ব্বভূতেষ্ববস্থিতম্॥

আমি ঈশ্বর; আমাকে প্রতিমাদিতে পূজা করা, কর্ম্মী লোকের সেই পর্য্যন্ত বিধেয় যে পর্য্যন্ত আমাকে যে নিজ হৃদয়ে এবং সর্ব্ব-ভূতে অবস্থিত না জানে।

অথমাং সর্ব্বভূতেষু ভূতাত্মানং কৃতালয়ম্।
অর্হয়েদ্দান মানাভ্যাং মৈত্র্যাভিন্নেন চক্ষুষা॥

অনন্তর (অর্থাৎ এমত জ্ঞান হইলে পর) সর্ব্বভূতে আত্মারূপে রহিয়াছি যে আমি আমাকে দানে, মানে, মৈত্র্যভাবে এবং অভিন্ন দৃষ্টিতে পূজা করিবে, অর্থাৎ সর্ব্বভূতে আমি আছি, এহেতু সর্ব্বত্র সকলকে দান মান, এবং তাবৎকে মিত্র জ্ঞান করিবে। সকলকে আত্মতুল্য জানিবে। ইহা হইলেই আমার প্রকৃত পূজা হইল।

মন্তব্য--- এপর্য্যন্ত যে কয়েকটী শ্লোক উদ্ধৃত হইল তৎপাঠে নিরাকার উপাসনাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়া পাঠকদের উপলব্ধি হইয়া থাকিবে। ফলতঃ প্রতিমাতে ঈশ্বর বুদ্ধি করায় জগ-দীশ্বরের বিদ্রূপ হয় ইহা বলা নিতান্ত অসঙ্গত নহে। কিন্তু তাহাতেও অধিকারী ভেদ আছে; মলিন চিত্ত লোকের সম্বন্ধে পৌত্তলিক ধর্ম্মাচরণ চিত্ত-শুদ্ধির কারণ। মূঢ় লোকের মন বিনা উপলক্ষে ঈশ্বরোদ্দেশে কর্ম্ম করণে উৎসুক হয় না, এজন্য প্রতিমা পূজা চিত্ত শুদ্ধির উপযোগিনী বলা অসঙ্গত নহে। বিশেষ তাহাতে মৃত্তিকাদি জড় পদার্থে ঈশ্বর বুদ্ধির আশঙ্কা ও নাই, যেহেতু এক সূত্রে অনেক মুক্তাবলী গ্রথিত থাকার ন্যায় এই প্রপঞ্চ জগৎ তাঁহা

তেই স্থিত হইয়াছে। ["আত্মা বা ইদমেকমেবাগ্র আসীৎ। তৎসৃষ্ট্বা তদেবানুপ্রাবিশৎ।" ইত্যাদি শ্রুতেঃ], এ বিধায় মৃন্ময় বা ধাত্বাদি নির্ম্মিত প্রতিমাতে ও ঈশ্বরের সত্তা স্বীকার করিতে হইবে। প্রতিমা উপলক্ষে যে পূজা করা হয় তাহা ঐ প্রতিমাস্থ চিৎব্যতিত মৃত্তিকাদি জড়াংশের নয়। পিত্রাদি গুরুজনের শরীরে যে পর্য্যন্ত চৈতন্য থাকে, সেই পর্যন্ত্যই তাহার প্রতি ভক্তি। চৈতন্যাভাব হইলেই তাহা অগ্নি দ্বারা দগ্ধ করা যায়। সুতরাং জড়োপলক্ষেই স্বরূপের অর্চ্চনা হইয়া থাকে।

পরমেশ্বর জীবের হৃদয়ে আত্মারূপে অধিষ্ঠিত আছেন এই জন্য আত্মোপাসনাতেই তাঁহার উপাসনা করা হয়। আত্মার কোন অবয়ব নাই, সুতরাং ধ্যান ধারণাদি সাধনা সম্পন্নতার নিমিত্ত আত্মার এক এক পৃথক রূপ কল্পনা করিবার প্রয়োজন হইয়াছে। (১)

সাধকেরা স্বয়ং ঐ কল্পনা করিলে, পাছে ভক্তির ত্রুটি ও সময়ে সময়ে উপাস্য মূর্ত্তি পরিবর্ত্তনেচ্ছা হয় এই নিমিত্ত গুরুকরণ পূর্ব্বক উপাস্য বিগ্রহ অর্থাৎ ইষ্টদেবতা এবং তাঁহার মন্ত্ররূপ গুহ্য নাম লাভ করতঃ ঐ স্থূলাবয়বে চিত্তের স্থৈর্য্য এবং প্রেম লক্ষণা-ভক্তির আবির্ভাব পর্য্যন্ত পর ব্রহ্মের ঐ সকল নাম ও মূর্ত্তির প্রতি দৃঢ় বিশ্বাসে একাগ্র চিত্তে স্বহৃদয়ে তাঁহারই চিন্তা এবং মানস পূজা করিবার বিধান অবধারিত হইয়াছে।

অন্তর্যাগ অপেক্ষা বহির্যাগে মন অধিক নিবিষ্ট হয়, এবং

---

(১) পৌত্তলিক-ধর্ম্মদ্বেষী খৃষ্ট-মতাবলম্বিরা ও ঈশ্বরের রূপ কল্পনা করিয়াছেন। বাইবেলের এক স্থলে কথিত আছে যে পরমেশ্বর স্বরূপানুযায়ী মনুষ্যাকার নির্ম্মাণ করিয়াছেন এবং স্থানান্তরে উক্ত হইয়াছে যে তিনি স্বর্গে নিজ পারিষদবর্গে বেষ্টিত হইয়া স্বর্ণ সিংহাসনোপরি উপবিষ্ট আছেন, তাঁহার বাম ভাগে হলিগোষ্ট এবং দক্ষিণে তদীয় পুত্র খ্রীষ্ট বসিয়া থাকেন।

পরমেশ্বর যেমন প্রাণিমাত্রের হৃদয়ে আছেন, তদ্রূপ বাহিরে ও আছেন। অর্থাৎ তাঁহার সত্তা রহিত স্থান নাই, অতএব গন্ধ পুষ্পাদি তাঁহার পাদ পদ্মে, এবং নৈবেদ্যাদি তাঁহার মুখ চন্দ্রিমাতে প্রদান করিতেছি, এমত মনে করিয়া যে কোন স্থানে তাহা অর্পণ করা যায়, তাহাতেই তাঁহার পূজা সিদ্ধ হইতে পারে, এ নিমিত্ত বাহ্য পূজার সৃষ্টি হইয়াছে।

বেদব্যাস শ্রীমদ্ভাগবতের ষষ্ঠ স্কন্ধে চতুর্থ অধ্যায়ে লিখিয়াছেন যে, সেই ঈশ্বর আমার মনোবাঞ্ছা সফল করুন যিনি আধুনিক উপাসনা দ্বারা লোক দিগের চিত্তানুরূপ বিবিধ আকার বিশিষ্ট হইয়া তাহাদিগের অন্তঃকরণে স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হয়েন, যেমন এক বায়ু পার্থিব পরমাণু আশ্রয় করিয়া নানাবিধ গন্ধ বিশিষ্ট হইয়া থাকে।

কাল ক্রমে ঈশ্বরারাধনাতে ও অভিমান এবং অজ্ঞান জড়িত হইয়াছে, অর্থাৎ লোকে খ্যাতি, প্রতিপত্তি, উপরোধ, অনুরোধ, নিন্দাভয় ইত্যাদি নানা কারন বশতঃ স্ব স্ব উপাস্য বিগ্রহাতিরিক্ত বিবিধ প্রতিমার্চ্চনার অনুষ্ঠান করে, তথাপি তাহারও প্রতি দোষারোপ করা যাইতে পারে না, যেহেতু নানা নাম রূপ উদ্দেশে যে পূজা, তাহা একেরই হয়। ইহা পূর্ব্বে (ভগবানের নামার্থ প্রকরণে) উক্ত হইয়াছে।

উপাসনা সম্বন্ধে সংক্ষেপে বলিতেগেলে এই মাত্র বলা যাইতে পারে যে, মন অদৃশ্য বস্তুর ধারণায় নিতান্ত অশক্ত, অতএব ধ্যেয় মূর্ত্তির বর্ণনা মাত্র শ্রবণে তাহার চিন্তা করা দুঃসাধ্য, সুতরাং মনের তদাকারাকারিত বৃত্তি উদয়ার্থে সেই মূর্ত্তি পটে চিত্র, কিম্বা মৃত্তিকাদিতে নির্ম্মাণ করত পূজা করিলে, ধ্যানার্চ্চনা উভয়েরই উপযোগী হয়। কিন্তু ঐ প্রকার আরাধনা প্রত্যহ হওয়া সুকঠিন, অথচ

যখন ইচ্ছা তখন করার নিয়ম হইলে জীবিত কালের মধ্যে বারেক না হওয়ার ও সম্ভাবনা আছে, এজন্য তদর্থে বিশেষ বিশেষ দিনাবধারিত হইয়া কতিপয় বিগ্রহে উৎসব সম্বন্ধে দৃঢ় শাসনও হইয়াছে, অর্থাৎ পর্ব্বে পর্ব্বে সেই সেই পূজা অকরণে প্রত্যাবায় রূপ ভয় এবং তৎকরণে স্বর্গ ভোগাদি মিষ্ঠ ফলের প্রলোভ দর্শিত হইয়াছে। ইহাই পৌত্তলিক ধর্ম্মের বীজ জানিবে।

প্রথম খণ্ড সমাপ্ত।

"বাজলো হরি নামের ভেরী গগণ ভেদাস্বরে।
আর্য্যধর্ম্মের জয় পতাকা উড়িল অম্বরে॥
মুদলে আঁখি সকল ফাকি ভবের গণ্ডগোল।
সবে, ভক্তি ভরে উচ্চ স্বরে বল হরিবোল॥"

সাহায্য প্রাপ্তি।

সাহায্য দাতার নাম ও ঠিকানা			দেয় সাহায্য
শ্রীযুক্ত	রাম দাস বন্দোপাধ্যায়, ৫ট পোষ্ট শিলচার,	কাছাড়	২৲
,,	দীন নাথ দত্ত মেনেজার বর্ণারপুর চা বাগিচা	,,	১৲
,,	রামসুন্দর পাল ,, মুনাইখাগ বাগিচা	,,	১৲
,,	কৈলাশ চন্দ্র দে, শিক্ষক কাটলিছড়া বাগিচা	,,	১৲
,,	কৈলাস চন্দ্র দেব কেরানী ,, ,,	,,	১৲
,,	বৈকুণ্ঠ চন্দ্র দে কেরানী, আনওয়ার খাল বাগিচা	,,	১৲
,,	রাজ কুমার নন্দি মজুমদার, মনাছড়া বাগিচা	,,	১৲
,,	রাম গোবিন্দ দে, লালামুখ বাগিচা	,,	১৲
,,	হর কিশোর শর্ম্মা, জমিদার, হাইলা কান্দি	,,	১৲
,,	মহেশ চন্দ্র পালিত, কাঞ্চনপুর বাগিচা	,,	১৲
,,	বৈকুণ্ঠ চন্দ্র গুপ্ত, শিলচার কাছাড়		১৲
,,	রাজীব লোচন চন্দ, ,, ,,		১৲
,,	গোলক চন্দ্র রায়, সাঙ্গর, হবিগঞ্জ শ্রীহট্ট		১৲
,,	মুরারী চরণ চন্দ হেড্ ক্লার্ক, বড়যান ছড়া বাগিচা শ্রীহট্ট		১৲
,,	কুঞ্জলাল ধর মোক্তার, কাষ্টধর শ্রীহট্ট		২

বর্ত্তমানে কি অপর পুস্তক প্রকাশিত হইবার পূর্ব্বে যাহারা এক কি তদধিক সংখ্যক কোন টাকা দান করিয়া সাহায্য কারী গ্রাহক শ্রেনীভুক্ত হইবেন, তাহাদের নাম রত্নাকরের দ্বিতীয়খণ্ড কি মৎপ্রণীত অপর পুস্তকে স্বীকার করা হইবে ইতি।

শ্রীহর কুমার শর্ম্মণঃ——

——:০:——